



কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না... আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা
করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত
সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সমধ্যমা

সবার মাঝে, সবার মাঝে



January, 2026 Volume-XI, Issue-XI

8 Pages, Rs. 2.00

R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে

র্যালির উষ্ণ পরশে শপথ নিল মানুষের ঢল



বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসকে সামনে রেখে সংগঠনের ফেস্টুন হাতে বিধান সরণী হয়ে এগিয়ে চলেছে এইডস-থালাসেমিয়া সচেতনতা র্যালি।

(বিস্তারিত খবর ২-এর পাতায়)

স্বাগত ২০২৬

এক পলক
দেশ

রেলভাড়া বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি- দূরপাল্লার রেলের ভাড়া বাড়ছে ২৬ ডিসেম্বর থেকে। সাধারণ শ্রেণীতে ২১৫ কিমি পর্যন্ত ছাড়। পরবর্তীতে প্রতি কিলোমিটারে এক পয়সা বেড়েছে।

এফ ডি আই কমছে

নয়াদিল্লি- প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি (এফ ডি আই) ক্রমশ বাড়ছে। লগ্নিতে উৎসাহ হারাচ্ছে ভারতীয় উদ্যোগপতিরা। বিষয়টি নিয়ে চাপে রয়েছে সরকার।

আরাবল্লী রায় স্থগিত

নয়াদিল্লি- আরাবল্লী পর্বতের পরিবর্তিত সংজ্ঞা নিজে থেকেই স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আরও একটি কমিটি করা হবে।

শিবরাজ পাটিল প্রয়াত

মুম্বই- প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল (৯০) ১২ ডিসেম্বর মুম্বইতে পরলোকগমন করেছেন। তিনি কেন্দ্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন।

এক পলক
রাজ্য

জমি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রায় ২০০ একর জমি বরাদ্দ করার প্রস্তাব পাশ হল। জে এস ডব্লিউ এনার্জির সঙ্গে যৌথভাবে একটি আধুনিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করবে সরকার।

বিডিও-র বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি- স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলাকে অপহরণ ও খুনের ঘটনায় মূল জল পাই গুড়ি রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি করল বিধাননগর আদালত।

শুনানি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি- কড়া নজরদারির মধ্যে শুরু হয়েছে এস আই আর-এর দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ শুনানি। শুনানি পর্বে প্রয়োজনে ভোটারদের ছবি এবং স্বাক্ষর যাচাই করা হবে। ভূয়ো তথ্য প্রমাণে হতে পারে জেল ও জরিমানা।

জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি- মেসির সফরকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় ধৃত শতদ্র দত্তের দ্বিতীয় দফায় জামিন নাকচ করল আদালত। ফের ৯ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজত হয়েছে তাঁর।

বাংলাদেশ নিয়ে সঠিক পথে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের পদক্ষেপ যথেষ্ট ইতিবাচক। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনেক ধীর, স্থির ও ধৈর্য ধরতে হবে। ২০২৪ সালের আগস্টে প্রাথমিকভাবে সরকারি চাকরি সংরক্ষণের আন্দোলনের জেরে এবং পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনের ফলে হাসিনাকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। এই পরিবর্তনের পেছনে অনেক রাষ্ট্রেরই মদত ছিল এবং এখনও রয়েছে। বর্তমানে যে আন্দোলন বাংলাদেশে



লন্ডনভ 'ছায়ানট'

চলছে তা ইসলামি সংস্কৃতি চালু করার জন্য। 'ছায়ানট'-এর ওপর আক্রমণেই তা স্পষ্ট। তবে এখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সেই নির্বাচন হওয়ার কথা। বিগত দিনের নির্বাচনে বাংলাদেশে জামাত ১৫ শতাংশের বেশি ভোট পায় নি। বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ মানুষের অধিকাংশই মনে করেন ভোট যত এগিয়ে আসবে, হিংসার প্রকোপ তত বাড়তে থাকবে।

বিএনপি-র চেয়ারম্যান তারেক রহমান ইংল্যান্ড থেকে স্বদেশে ফিরেছেন। আওয়ামী লীগের পরে বাংলাদেশে বিএনপি-র প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তারেক রহমান ফিরে আসতে বাংলাদেশের মানুষ খানিকটা স্বস্তিবোধ করছেন। অতীতে জামাত বিএনপি-র জোট সঙ্গী ছিল। সেই সময় মেরে কেটে জামাত কয়েকটা আসন পেয়েছিল। জামাতের

যা শক্তি, তাতে হাজার চেষ্টা করলেও তারা ৫/৭ টার বেশি আসন নিজেরা জিততে পারবে না। কারণ এখনও বাংলাদেশে প্রচুর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ রয়েছেন। তারা চান বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক। আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি-র দিকে যথেষ্ট জনসমর্থন থাকবে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো থাকা দরকার। কারণ পাকিস্তানের এখন যা অবস্থা তাতে বাংলাদেশকে সঠিক অর্থে সাহায্য করার মত শক্তি নেই ওদের। হঠকারী পদক্ষেপ করার বিরোধী ভারত। ভারতই একমাত্র বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, যে বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন চায়।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন
আয়োজিত

সদ্যপ্রয়াত সদস্য গোপাল সাহা-র স্মরণে —
সারা বাংলা বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
(আবৃত্তির প্রতিযোগীর বয়স ১৮ বছরের উর্দে হতে হবে)

১৮ ই জানুয়ারী, ২০২৬ (রবিবার)
স্থান : **চিলড্রেন্স পার্ক** ☆ সময় : দুপুর ১.০০ টায়
শান্তি ঘোষ স্ট্রীট (মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের পাশে), শ্যামবাজার
প্রবেশপত্র ডাউনলোড করুন : www.serumthal.com
প্রবেশপত্র জমা দেওয়ার স্থান :

সেরাম থ্যালাসেমিয়া - কোলকাতা উত্তর ও পূর্ব
প্রযুক্তি : সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
১৩/১, কুপেন বোস এডিনিউ, কোলকাতা - ৭০০ ০০৪
দূরভাষ : ৯৮৩০০ ৬৬৫২৯ (মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের বিপরীতে)

সেরাম থ্যালাসেমিয়া-কোলকাতা দক্ষিণ ও পশ্চিম
প্রযুক্তি : সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
৮/৪২বি, ফার্ন রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০১৯
(গড়িয়াহাট কে.এম.সি. মার্কেটের পিছনের রাস্তা)
দূরভাষ : ৮২৪০৫ ৬৩৯৫১

সেরাম থ্যালাসেমিয়া-হাওড়া
প্রযুক্তি : সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
১৭৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হালাদার পাড়া, হাওড়া-৭১১ ১০১
(কালীনারুর বাজার, পার্শ্ব সিনেমা হলের পরে হালাদারপাড়া বাসস্টপ)
দূরভাষ : ৯৮৩০১ ৬৪৮৩৬

সকাল ১০.০০ থেকে সন্ধ্যা ৮.০০ পর্যন্ত (রবিবার ব্যতীত)
প্রবেশপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৬ ই জানুয়ারী, ২০২৬ (ওক্টোবর)
যোগাযোগ : ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬ / ৯৮৩০৪ ২৯২৬১

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন
১০, কুপেন বোস এডিনিউ, কলকাতা - ৪ দূরভাষ : ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ জুড়ে তুলকালাম



বাংলাদেশে তাণ্ডবের দৃশ্য

ঢাকা- ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ১৮ ডিসেম্বরের গোটা রাত ধরে বাংলাদেশের বহু জায়গায় তাণ্ডব চালান জামাত ও মৌলবাদীরা। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্র ‘প্রথম আলো’ এবং ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র ‘ডেইলি স্টার’ ভেঙ্গে তছনছ করা হয়েছে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রমণ হানা হয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল চর্চার পীঠস্থান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানট ভবনে। ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের বাড়িতে আগেই ভাঙচুর করেছিল মৌলবাদীরা। যতটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটাও এবার ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আওয়ামী লিগের অফিস ও নেতাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে জামাতপন্থী মৌলবাদীরা। ওই রাতেই ময়মনসিংহের ভালুকায় গাছে বেঁধে পিটিয়ে মারা হয় স্থানীয় শ্রমিক দীপু দাসকে। পরে তাঁর দেহ গাছে বুলিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহম্মদ ইউনুস এই হামলার জন্য উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন অফিসেও হামলা চালানো হয়। একই ঘটনা ঘটেছে খুলনাতেও। হাদির মৃত্যুর সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানোর পরে মুহম্মদ ইউনুস জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে মানুষকে সংযত থাকতে বলেন। তাঁর ভাষণের পরেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব।

মায়ানমারে নির্বাচনে, সু চি অন্তরালে

নেপিদ- সামরিক অভ্যুত্থানের চার বছর পর সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে মায়ানমারে। তিন দফায় হবে এই নির্বাচন। ২৮ ডিসেম্বর হয়ে গেল প্রথম দফা। মায়ানমারে নির্বাচন হয়েছিল ২০২০ সালে। সেবার বিপুল ভোটে জিতেছিলেন নোবেলজয়ী নেত্রী আউং সান সু চি। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ক্ষমতা দখল করে জুন্টা সরকার। সু চিকে গ্রেপ্তার করে অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এবারের নির্বাচনে সু চি এবং তাঁর দলকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। তবে জুন্টার পাল্টা দাবি, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিাবস্থা টিকিয়ে রাখতেই এই নির্বাচন। পরের দু’দফা ভোট হবে ১১ এবং ২৫ জানুয়ারি।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য
MBBS, MD
ফোন নংঃ ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রশ্ন : ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ সম্পর্কে জানতে চাই ?

ডাঃ হাইপ্রেসার এবং ডায়াবেটিস থাকলে, তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক রোগীদের মরফিন, অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল, হেপারিন প্রভৃতি দিতে হয়।

হার্ট অ্যাটাক ধরা পড়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি খুবই দরকারী ইঞ্জেকশন দিতে হয়, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া করোনারী আটারী খুলে দেয়—এদের বলা হয় থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ (Thrombolytic agents)। যেমন---স্ট্রেপটোকাইনেস, ইউরোকাইনেস প্রভৃতি।

কখনও আবার হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক অবস্থায় বন্ধ করোনারী আটারী খোলাবার জন্য বেলুন ফুলিয়ে চিকিৎসা করতে হয় (Primary angioplasty)

সরব্রিটেট (Sorbritete) :

খুবই বিখ্যাত ওষুধ। অনেকে বুকে কোনো কিছু অনুভূতি হলেই এই ওষুধ নিয়ে নেন।

এটি আসলে একরকমের তাড়াতাড়ি কাজ করা (Rapidly acting) নাইট্রেট।

যাদের ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ আছে, তাদের বুকে ব্যথা বা চাপ ধরা হলে এই ওষুধ জিভের তলায় রেখে দিলে (sublingually) তাৎক্ষণিক আরাম হয়। একবারে কাজ না হলে কিছুক্ষণ বাদে বাদে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিহত জঙ্গী

নাইজিরিয়া- পশ্চিম নাইজিরিয়ার ২৫ ডিসেম্বর আই এস আই জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিমান হামলা চালান আমেরিকা। ওই জঙ্গীরা দেশে খ্রিস্টানদের হত্যা করছিল। নাইজিরিয়া কর্তৃপক্ষ এই হামলা চালানোর জন্য আমেরিকাকে অনুরোধ জানিয়েছিল। খ্রিস্টান হত্যা বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন প্রশাসন চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিম নাইজিরিয়ায় তা বন্ধ হয়নি। তার জেরেই এই আক্রমণ।

ডুবোজাহাজ

পিয়ংইয়ং- পারমাণবিক শক্তিসালিত ডুবোজাহাজ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা ঘোষণা করল উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন জানিয়েছেন, তাঁদের ডুবো জাহাজটি পারমাণবিক অস্ত্র বহনের জন্য তৈরি। এই প্রযুক্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে দক্ষিণ কোরিয়া। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশেষ করে তারা চাইছে, এই ডুবোজাহাজ প্রযুক্তি কি করে উত্তর কোরিয়ার থেকে নেওয়া যায়।

নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তারেক নিজের দেশে

স্বদেশে ফিরে তারেক রহমান জনগণের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন

ঢাকা- সম্ভ্রাসের মদত, আর্থিক দুর্নীতি সহ ৮৪টি মামলা নিয়ে ১৭ বছর আগে দেশ ছেড়েছিলেন খালেদা জিয়ার পুত্র এবং বিএনপি-র চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বড়দিনের দিন ঢাকায় ফিরলেন তিনি। তাকে সম্বর্ধনা জানাতে এবং দেখতে ঢাকায় জড় হয়েছিলেন কয়েক লাখ মানুষ। স্বাগত ভাষণে তারেক রহমান বাংলাদেশের মানুষকে ধীর, স্থির এবং শান্ত হওয়ার আবেদন জানান। সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন তিনি। দেশ গড়ার নতুন পরিকল্পনার কথা বলেছেন তিনি।

জুলাই বিক্ষোভের জেরে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার উৎখাত এবং খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক মানচিত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তারেকের উপস্থিতিতে সেটা খানিকটা ভরাট হল। লন্ডন থেকে সিলেট হয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। একটি বুলেট প্রফ বাসে তাঁকে অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তারেকের প্রত্যাবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসকেও ফোনে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নির্বাচনী বৈঠক

ঢাকা- বাংলাদেশে এখন প্রতিদিনই চলছে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠতরাজ, খুণ ইত্যাদি কাণ্ড। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে লম্বা বৈঠক করলেন বাংলাদেশের তিন বাহিনীর প্রধানরা। ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই নির্বাচন নিয়েই বৈঠকে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্বাচন সঠিক সময়ে করার সম্ভব হবে কি না—তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (Coronary Angiography) : এই কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। এটি আসলে কোনো চিকিৎসা নয়, পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি কী রকম হবে তা ঠিক করার জন্য একটি রোগ নির্ণায়ক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে করোনারী আটারিগুলির অবস্থা কেমন, কোনো blockage আছে কিনা, তা দেখা হয়। এক্ষেত্রে কুঁচকি বা হাতের ধমনীতে ডাই (Dye) ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয় এবং এই ডাই করোনারী আটারিতে গিয়ে পৌঁছোয়। ক্যাথেটার-এর গাইড ওয়ারের সাহায্যে এই কাজ করা হয়। ইঞ্জেকশন দেবার আগে ওই জায়গা লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার (Local Anaesthesia) সাহায্যে অবশ করে দেওয়া হয়, রোগী পুরোপুরি সজ্ঞানে থাকে।

এরপর, এই ডাই কীভাবে করোনারী আটারির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও কোনো ব্লক (Block) আছে কিনা, তা সি-আর (C-arm) যন্ত্রের সাহায্যে পর্দায় (screen) দেখা যায়। এরপর ক্যাথেটার বার করে নেওয়া হয় এবং ওই জায়গায় কিছুক্ষণ ভারী কিছু (sandbag) চাপিয়ে রাখা হয়। সাধারণত রোগীকে একরাত্রির রেখে পরের দিন ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

করোনারী অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (Coronary Angioplasty) : করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার পর যদি দেখা যায় প্রধান তিনটি করোনারী আটারির মধ্যে একটিতে ভালোমতো ব্লকেজ আছে (৭০ শতাংশের বেশি) (Single Vessel Disease) তাহলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি আটারি (Double Vessel Disease) যা তিনটি আটারি (Triple Vessel Disease) বন্ধ থাকলে বিশেষতঃ, যখন বাইপাস সার্জারি করা যায় না, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। এক্ষেত্রে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফির মতোই ওই জায়গা অবশ করে গাইড ওয়ারের সাহায্যে বেলুন লাগানো ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় ব্লকেজের মধ্যে এবং বেলুন ফুলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ওই করোনারী আটারির ব্লকেজ খুলে যায়। এক্ষেত্রেও করোনারী আটারি পর্দায় (screen) এ দেখা যায় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে। এরপর, এই আটারিকে খোলা রাখবার জন্য এর মধ্যে স্টেন্ট (stent), অর্থাৎ একপ্রকার শক্ত টিউবের মতো জিনিস প্রবেশ করিয়ে স্থাপন করা হয়। এই স্টেন্টের মধ্যে যদি কোনো ওষুধ দেওয়া না থাকে, তবে তাকে বোয়ার মেটাল স্টেন্ট (Bare Metal Stent) বলা হয়। তবে এর থেকেও ভাল হল ওষুধ দেওয়া স্টেন্ট (Drug Eluting Stents)।

পৃষ্ঠা-৩

বুক থেকে (Internal Mammary Artery) রক্তনালী নেওয়া হয়। এটি একটি খুবই কার্যকরী প্রক্রিয়া এবং রোগী অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। কখনও কখনও পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার বাইপাস সার্জারি করার দরকার হয়।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন বসাতে হয় ? রজন দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারী চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revive) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কার্ড হার্ট ব্লক (Heart Block) বা কিছু ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিওর (Heart Failure) থাকে। হার্টের নিজস্ব প্রেসমেকার আছে, যার থেকে উদ্দীপনা (Impulse) তৈরি হয় এবং conduction system এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে গিয়ে হার্ট সচল রাখে। প্রধানত (A Node থেকেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং AV Node, H15 Purkinje (system এর মাধ্যমে পুরো হার্ট ছড়িয়ে পড়ে। যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এর উপসর্গ। পেসমেকার একটি পার্স জেনারেটর (pulse generator) থাকে, যা হার্টের জন্য উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি ব্যাটারীচালিত এবং এর সঙ্গে লীড (Lead) যুক্ত থাকে। যা শিরার মধ্যে দিয়ে হার্টে প্রবেশ করিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে স্থাপন করানো হয়। যখন হার্ট ব্লক সাময়িক (Temporary) হয়, অথবা যখন স্থায়ী পেসমেকার বসানোর আগে কিছু সময়ের দরকার হয়, তখন অস্থায়ী পেসমেকার বসানো হয়। (পুনর্মুদ্রণ)



অতীব দুঃখজনক

অভাগা পশ্চিমবঙ্গ! আমজনতার দুঃখ-যন্ত্রণা এখানে যত্রতত্র এবং সামাজিক আনন্দও যথাবিহিত দুঃখের গহ্বরে নিমজ্জিত। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসিকে চাক্ষুষ দেখার বিষয়টি একটি আনন্দের ঘটনা হওয়ার কথা ছিল। অসংখ্য মানুষ কাড়ি কাড়ি অর্থব্যয় করে আনন্দের সঙ্গে স্বপ্নের রাজপুত্রকে একবার চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিলেন। এরপর ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। স্টেডিয়ামে চেয়ার ভাঙচুর, মাঠে জলের বোতল ছোঁড়া, প্রচুর দর্শক মাঠে ঢুকে যাওয়ার ফলে চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি ফুটে উঠল। রাজ্যের ইতিহাসে দিনটি অত্যন্ত অপমান ও লজ্জার দিন হিসেবে খোদাই করা থাকবে। এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা, জনরোষ তো আকাশ থেকে পড়েনি। মানুষের হাতেই তা তৈরি হয়েছে। সরকার ও কিছু অংশের মানুষের যৌথ উদ্যোগে এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছে।

জনগণের উত্তেজনা, চিংকার চাঁচামেচি সত্ত্বেও মেসিকে নিয়ে অনুষ্ঠান কতটা শৃঙ্খলার সঙ্গে হতে পারে তা ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজ্যে দেখা গিয়েছে। সুতরাং এখানে রাজ্য সরকারের একটা দায়িত্ব থেকে যায়। অবশ্য এ ঘটনার জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। পাশাপাশি এই ইভেন্টের অন্যতম হোতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এতবড় একটা ইভেন্টকে এত হালকা চালে নেওয়াটাই চরম অপরাধ। কারা এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছেন সেটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এই ঘটনায় সেদিন সাধারণ মানুষ যে বঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছেন তা নয়, স্বয়ং মেসির জন্যও বিপদের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। ফুটবলের রাজপুত্রের নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনার আঁচ করতে পেরেই তাঁকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় দেশে-বিদেশেও পশ্চিমবঙ্গের মাথা হেঁট হল।

দু-একজনের কাঁধে দায় চাপিয়ে এবং তাঁদের অপরাধী সাব্যস্ত করাটা এখন রেওয়াজ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত আর গুটিকয়েক বিশৃঙ্খল দর্শকের জন্য এত বড় ঘটনা হতেই পারে না। এই জনরোষকে শাস্ত করতে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। অথচ পুলিশ অন্যান্য ক্ষেত্রে শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কত নিখুঁত পরিকল্পনা করে এবং তা কার্যকর করতে দেখেছে রাজ্যবাসী।

রাজ্যের মানুষেরও কিছু দায়িত্ব পালন করা উচিত। কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমীরা খেলার মাঠে অতীতে বহু হিংস্রতার পরিচয় রেখেছেন। এবারে ক্রীড়াপ্রেমীরা যেভাবে সেলফি সংস্কৃতিতে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিলেন-তা এককথায় কাণ্ডজ্ঞানহীন। যেখানে এসব করাটাই দম্ভের সেখানে সুযোগসন্ধানীদের তো পোয়া বারো। প্রশাসন ও সমাজের গণ্ডির ঘূর্ণনে চলতেই থাকবে কি এই অবস্থা।

অনন্ত দেবশক্তি

কেশবচন্দ্র সেন

যে সৃজনী শক্তি তোমাকে সৃজন করিল তাহাই তোমার জীবনসংরক্ষিণী শক্তি। সেই আদ্যাশক্তি, সেই অনন্তকালের মহাশক্তি ভিন্ন তুমি এক মুহূর্তকাল বাঁচিতে পার না। যে শক্তিতে তুমি বাঁচিয়া আছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা করিতেছ, ধর্মসাধন করিতেছ সে শক্তি সামান্য শক্তি নহে। ইহার ভিতরে স্বর্গীয় শক্তি আছে। ইহা আদ্যকার শক্তি নহে, অনন্তকালের শক্তি, অনন্তকালের ঘনীভূত শক্তি। এই ঘনীভূত শক্তি কালক্রমে কেন বর্ণিত হইল? শক্তিমূর্তি কেন কালীমূর্তি হইল। হে মানব, তুমি যদি তোমার ভিতর দিয়া গভীর অনন্ত দেবশক্তি দর্শন কর তাহা হইলে দেখিবে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রকৃতিশক্তি আদ্যাশক্তি। অনন্তশক্তি জলরাশির ন্যায় গভীর ও ঘোর বর্ণ। অল্প জল কাচের ন্যায় স্বল্প। যতই জল অধিক হয় ততই ঘোলা হয়, খুব গভীর হইলে ক্রমে সবুজ, নীল, ঘোর নীল শেষে প্রায় কাল হইয়া যায়।

যে জল স্বচ্ছ ছিল, সেই জলই শেষে গভীরতা বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদ্রূপ ক্ষুদ্র জীবশক্তি স্বতন্ত্র অনুভব করিলে উহাতে কোন রং কল্পনা হয় না, কিন্তু যদি উহার দিগে গভীররূপে দেখি তাহা হইলে দেখিব শক্তির পর শক্তি, ঘোরতর ঘনতর শক্তি, দেবশক্তি ব্রহ্মশক্তি। শেষে একেবারে অতলস্পর্শ অনন্ত শক্তিসমূহের ভয়ানক কালবর্ণ আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন ও কম্পিত করে। দেখ কেমন ব্রহ্মের কালীমূর্তি নিষ্পন্ন হইল।

অরুন্ধতী রায়— গণতন্ত্র এখন কর্পোরেটের খোলা বাজারের হাতিয়ার, কর্পোরেটের জন্য, কর্পোরেটের দ্বারা।

এভো মোরালেস—কোনও না কোনও দিন আমাদের মানতেই হবে যে, পৃথিবীরও দূষণ ছাড়া বাঁচার অধিকার আছে।

বারাক ওবামা—আমরাই প্রথম প্রজন্ম, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ফল ভুগছে এবং আমরাই শেষ প্রজন্ম যারা এ নিয়ে কিছু করতে পারে।

ইয়ুভাল নোরা হারারি—যে উত্তরগুলোকে প্রশ্ন করা যায় না, সেগুলোর থেকে উত্তরহীন প্রশ্ন অনেক বেশি মঙ্গলজনক।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

হাসভামায়

- ১ জানুয়ারি — কবি জসীমউদ্দিনের জন্ম ১৯০৩
- বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম ১৮৪৯
- ২ জানুয়ারি — থিয়েটারের অভিনেতা সফদর হাসমিকে হত্যা ১৯৮৯
- ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘ভারতরত্ন’ ও ‘পদ্মবিভূষণ’ চালু হল ১৯৫৪
- ৩ জানুয়ারি — উড়োজাহাজ পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৪৯৬
- গ্রেটা থুনবার্গের জন্ম ২০০৩
- ৪ জানুয়ারি — শরৎচন্দ্রের লেখা ‘পথের দাবি’ বইটি নিষিদ্ধ হল ১৯১৭
- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হল ১৯০৬
- ৫ জানুয়ারি — বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জন্ম ১৮৮০
- মোঘল সম্রাট শাহজাহানের জন্ম ১৫৯২
- ৬ জানুয়ারি — অন্ধদের জন্য বর্ণমালা আবিষ্কার করলেন লুই ব্রেল ১৮৫২
- ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪৭
- জাহাজে করে কলকাতায় এলেন মাদার টেরেসা ১৯২৯
- ৭ জানুয়ারি — আন্তর্জাতিক রেডিও সিগন্যাল আবিষ্কার করলেন মার্কনি ১৯০৪
- ৮ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলিকে শাস্তি দেওয়া হল তার মতের জন্য ১৬৪২
- লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯
- পদার্থবিদ স্টিফেন উইলিয়াম হকিংয়ের জন্ম ১৯৪২
- ৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খুরানার জন্ম ১৯২২
- অ্যান্টারটিকায় ভারতের বিজ্ঞানী দলের প্রথম পদার্পণ ১৯৮২
- ১০ জানুয়ারি — ভারত-পাকিস্তান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৬৬
- জেল থেকে বাংলাদেশে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন মুজিবর রহমান ১৯৭২
- ১১ জানুয়ারি — ভারতে নিউজপ্রিন্ট চালু হল ১৯৫৫
- পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে হল বাংলাদেশ ১৯৭২
- ১২ জানুয়ারি — স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১৮৩৩
- বিপ্লবী মাস্টার দা-র ফাঁসি ১৯৩৪
- জাতীয় যুব দিবস
- ১৩ জানুয়ারি — ভিয়েতনামের নেতা জেনারেল ভো নওয়েন গিয়াপ কে সম্বর্ধনা দেওয়া হল কলকাতায় ১৯১১
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কলকাতায় গান্ধীজির অনশন ১৯৪৮
- ১৪ জানুয়ারি — বিপ্লবী বিপিন বিহারী গান্ধুলির জন্ম ১৮৮৭
- গায়ক হেমঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম ১৯১২
- মাদ্রাজের নাম বদলে তামিলনাড়ু হল ১৯৬৯
- ১৫ জানুয়ারি — কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪
- ১৬ জানুয়ারি — লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ১৯৩৮
- ১৭ জানুয়ারি — আফগানিস্তানে পালিয়ে গেলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪১
- পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ ২০১০
- অভিনেত্রী সূচিত্রা সেনের প্রয়াণ ২০১৪ (জন্ম ১৯৩১)
- ১৮ জানুয়ারি — প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ১৯১৯
- ১৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের জন্ম ১৯৩৬
- ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬
- জীবন বিমা র‍াষ্ট্রিয়ত্ত হল ১৯৫৬
- ২০ জানুয়ারি — সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের প্রয়াণ ১৯৮৮
- হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) চালু হল ১৮১৭
- ২১ জানুয়ারি — ভারতে কম্পিউটার চালু হল ১৯৬৯
- আলবেনিয়া প্রজাতন্ত্র হল ১৯২৫
- ২২ জানুয়ারি — বন্দি অবস্থায় শাহজাহানের প্রয়াণ আগ্রা দুর্গে ১৬৬৬
- অন্ধদের জন্য দেরাদুনে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬৩
- ২৩ জানুয়ারি — নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৯৭
- দুর্গাপুর অ্যালায় স্টিল প্ল্যান্ট চালু হল ১৯৬৫
- ২৪ জানুয়ারি — ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হল ‘জনগনমণ’ ১৯৫০
- ২৫ জানুয়ারি — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪
- জাতীয় ভ্রমণ দিবস
- মাদার টেরেসাকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া হল ১৯৮০
- ২৬ জানুয়ারি — গোটা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হল ১৯৩১
- জাতীয় স্মারক হিসেবে অশোক চক্রকে গ্রহণ করা হল ১৯৫০
- ভারতে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ১৯৫০
- ২৭ জানুয়ারি — সংগীত স্রষ্টা মোজার্টের জন্ম ১৭৫৬
- ২৮ জানুয়ারি — লালা লাজপত রায়ের জন্ম ১৮৬৫
- ভগিনী নিবেদিতার ভারতে আগমন ১৮৯৮
- ২৯ জানুয়ারি — হিকির সম্পাদনায় বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হল ১৭৮০
- অ্যান্টন চেকভের জন্ম ১৮৬০
- গ্যাসোলিন দিয়ে চালিত প্রথম মোটরগাড়ির পেটেন্ট পেল কার্লব্রেনজ ১৮৮৬
- ৩০ জানুয়ারি — গান্ধীজিকে হত্যা ১৯৪৮
- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের জন্ম ১৮৮২
- ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির উদ্বোধন করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৩
- জার্মানীর চ্যাম্পেলর হলেন হিটলার ১৯৩৩
- ৩১ জানুয়ারি — পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭
- ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখী বলে ঘোষণা ১৯৬৭
- সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ একসঙ্গে হল ২০১৮

দেশের আয় বৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ, বাস্তবে যা অমিল

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত নভেম্বরের শেষে ভারত সরকার জানাচ্ছে দেশের চলমান অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়েছে ৮.২ শতাংশ হারে। অর্থাৎ গত অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বরে) এর তুলনায় জাতীয় আয় বেড়েছে ৮.২ শতাংশ হারে। যদি এই হারে জাতীয় আয় সত্যি বাড়ে তবে এটা একটা বেশ ভাল সাফল্য। আমরা দেখি বর্তমান ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম অর্ধে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হল ৮ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বেশ উচ্ছাস কিন্তু খুব বেশি আনন্দের কারণ হয়নি। কেন এটা হল সেটাই বিশদে ব্যাখ্যা করা জরুরি।

জাতীয় আয় মাপার দু-একটি বিষয়

জাতীয় আয় মাপা হয় দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ এবং তার দাম গুণ করে। দেশে লক্ষ লক্ষ জিনিস এবং পরিষেবা সৃষ্টি হয়। তবে এগুলো একেবারে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত জিনিস বা পরিষেবা হতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য আর কোনো উৎপাদনে কাজে লাগবে না। তাই দেশের আয় হিসাব করতে হলে চূড়ান্ত দ্রব্যের দাম হিসাবে ধরতে হবে। এরপর ওই জিনিস বা পরিষেবার বাজার দাম দিয়ে সেগুলোকে গুণ করতে হবে। তারপর মোট কত কোটি অঙ্কের উৎপাদন হল তা বের করা হয়। এখন মনে রাখতে

হবে প্রত্যেক বছর সূচক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ এ বছরের কোনো জিনিসের দাম কত হবে আগের বছরে বা তার আগের বছরে সেগুলো কম ছিল। তবে উল্টোও কখনও হতে পারে। তাই আয় মাপার সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ বাদ দিতে হয়।

এখন বর্তমান সময়ে বলা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার খুব কম। এমনকী ১ শতাংশের নীচে। তাই গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে দেশের আয় বৃদ্ধির নমিনাল হার ৮.৭ শতাংশ। গত ২০২৪-২৫-এর ঐ সময়ের তুলনায়। তবে যেহেতু দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৫ শতাংশ তাই তা বা দিয়ে দেশের আয় বৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু এই ৮.২ শতাংশ বেশ ভাল হলেও, সরকারি লোক ভাল বললেও, অর্থনীতিবিদ্রা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এবার তা ৮.৭ শতাংশে থেমে যায় তবে প্রকৃত আয়-বৃদ্ধির হার ভাল দেখালেও দেশের অর্থ সমস্যা হতে পারে।

কী সেই সমস্যা ?

সমস্যা প্রথমত, হল সরকারের কর সহ আয় যা হওয়ার প্রয়োজন তা পূরণ করা। সরকারের আয়ের জন্য নমিনাল আয়-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যেমন ধরুন জিএসটি। এটা ধার্য হয় যে দামে দ্রব্যটি বিক্রি হচ্ছে সেই হিসাবে। এখন প্রকৃত দাম কত এই বিচার হয়

না। তাই যদি নমিনাল আয় কম হয় তবে সরকারের আদায় করার পরিমাণ কমবে। আয়কর বা অন্যান্য করের ক্ষেত্রেও নমিনাল হিসাবই হয়ে থাকে। এমনিতেই আয়করের ন্যূনতম সীমা বছরের ১২ লক্ষ টাকার অধিক হতে হবে। কারণ ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কোনো আয় কর দিতে হবে না। এতেই সরকারের লক্ষাধিক কোটি টাকার ক্ষতি হবে। এছাড়া জিএসটি হার বেড়ে বেশ আয় কমবে সরকারের। তাই সরকারের আয় যে কমবে এই বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ।

প্রথমত, যাদের আয় ভাল তাদের কিছুটা আয়কর কমিয়ে বাজারে চাহিদা বাড়ানো খুব সুবিধা দেবে না। উল্টে বেশি আয়ের মানুষ দামী, জিনিস কিনতে পারে যেগুলো বিদেশ থেকে আনা। তাই আমদানী বাড়তে পারে। আমদানী বাড়লে দেশের আয় কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এরফলে বিদেশের জিনিসের চাহিদা বাড়বে। দেশের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা বাইরে যাবে। যেমন ধনী ব্যক্তিরা যদি দেশি বা বিদেশি গাড়ি কেনে তবে বিদেশ থেকে আনা তেলের চাহিদা বাড়বে। ভারতের প্রয়োজনীয় পেট্রল প্রায় ৮০ শতাংশ বিদেশ থেকে আনতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, কোনও গাড়ি, ২ চাকা, ৪ চাকা, বা আরও বেশি চাকার গাড়ি তৈরি হয়ে বিক্রি মানেই বিদেশি মুদ্রায় তেল কিনে আনার বাড়তি প্রয়োজন তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, জিএসটি ছাড় কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদিত দ্রব্যে

চাহিদা বাড়তে পারে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনের চাহিদা তার ফলে কমে যেতে পারে। কারণ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে জিএসটি-র ভূমিকা প্রায় নেই। এমনও হতে পারে যার ফলে দেশের চাহিদার পরিমাণ কমেও যেতে পারে। কারণ যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৯২ থেকে ৯৪ শতাংশ মানুষ জড়িত তাদের আয় কমে যাবার সম্ভাবনা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে। তাই দেশের আয় কিভাবে ঠিকমত হয় সেইদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তা না হলে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ কমানোর যে লক্ষ্য অর্থাৎ মোট আয়ের ৪.৪ শতাংশ নামিয়ে আনার যা পরিকল্পনা তা পূরণ হবে না।

আয় বৃদ্ধির হার এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার নিয়ে সংশয়

অনেকেই মনে করেন আয় বৃদ্ধির হার এত বেশি হবে না কারণ সরকারি তথ্যে সমস্যা আছে। হাইফ্রিকোয়েন্সি ডাটার ওপর নির্ভর করে এই তথ্য আসে তা নির্ভরযোগ্য নয়। বেশ কিছু তথ্য বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে আসে যেমন, এফএমসিজি, অটোমোবাইল যেগুলো কোনো পরীক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করা হয়। এমনকী ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ক্ষেত্রে এরকমই হয়। তবে পরিষেবা ক্ষেত্রে অনেকটাই পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বহু উৎপাদন ক্ষেত্রে ভুয়া আছে। কিন্তু সেগুলোর জন্য নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়া জাতীয় আয় পরিমাপের নতুন পদ্ধতি গ্রহণের পর (২০১৬-র থেকে) দেশের অর্থব্যবস্থায় এত বড় কাণ্ড ঘটেছে।

যেমন, নোটবন্দী, অপরিপক্বভাবে জিএসটি লাগু, ব্যাক্স নয় এমন আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি) -র সফ্ট এবং সর্বোপরি কোভিড ১৯। এসবের পরে আয় পরিমাপে কোনও সামঞ্জস্য করা বা এডজাস্ট করা হয়নি। তাই হিসাব ক্রমে ক্রমে লাগাম ছাড়াভাবে অবিশ্বাস্য হয়ে গেছে বলেই অনেকে মনে করেন।

এরপর হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। হঠাৎই দেখা যাচ্ছে ভারতের অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কমতে কমতে একেবারে ১ শতাংশেরও অনেক নীচে এসে গেছে। দেশের চাহিদা, আয় সবই যদি বৃদ্ধি পায় তবে এটা হওয়ার কথা নয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল এই প্রথম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ কৃষিপণ্যের বা খাদ্য দ্রব্যের দাম কমে যাওয়া।

সবশেষে একটি কথা যা বারবার বলা হয় তা হল জাতীয় আয় মাপা হয় সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদিত দ্রব্য বা পরিষেবার হিসাবে। কিন্তু দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্র যাতে প্রায় ৯৪ শতাংশ মানুষ নিয়োজিত তাদের উৎপাদনের সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের মাঝে মধ্যে একটা হিসাব পাওয়া যায় যেমনই হোক কিন্তু অসংগঠিত অকৃষিক্ষেত্র যা মোট জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ উৎপাদন করে তাদের কোনো সঠিক খবর নেই। অনেক বেসরকারি হিসাব বলছে এরা ছোট হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তাই দেশের সামগ্রিক আয় যত বলা হচ্ছে আসলে তার থেকে প্রায় ৪৫-৪৮ শতাংশ কম হওয়ারই সম্ভাবনা।

ভারতের বড় বড় শিল্পপতিরা এখন মুখ খুলছেন মনে হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি- কয়েকদিন আগে কর্পোরেট এক্সিলেপের জন্য বিশেষ সম্মাননার আয়োজন করেছিল ইকনমিক টাইমস গ্রুপ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন বড়মাপের সফল শিল্পপতি বা উদ্যোগপতি। তাদের কথায় উঠে এসেছে ভারতের কিছু বড় রকমের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ভারতের আয় বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু। অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বেশ বেশি, প্রায় ৭ বা ৭.৫ শতাংশ তো বটেই। বর্তমান অর্থবর্ষের প্রথম অর্ধে তা ৮ শতাংশ হয়েছে। এছাড়া আছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বেশ কম, এক শতাংশের নীচে চলছে এখন। বড় বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসছে দেশে। সরকারি খরচ, বিশেষতঃ মূলধন খাতে বেশ বেশি। এছাড়া আয়কর এবং জিএসটি কমানোর ফলে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা উর্দ্ধমুখী।

দুর্বলতার দিকগুলি হল বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দেশের শিল্পতিরদের বিনিয়োগ তেমন চোখে পড়ছে না। এমনকী ঘোষণা করেও কিছু ক্ষেত্রে স্থগিত হচ্ছে বা পিছিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার গুস্কনীতির কারণে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

এই বিষয়ে ভারতী এন্টারপ্রাইজের সুনীল মিত্তল মনে করেন, কোন দেশের সবচেয়ে বেশি আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। এবং

সেই গবেষণার ফলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। কোন উন্নত দেশই এটাকে বাদ দিয়ে উঠে আসতে পারে নি। কিন্তু ভারত এই আর এন্ড ডি এবং ইনোভেশনে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই সুনীলের কাছে এটা একটা গভীর চিন্তার বিষয় ভারতের উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বিষয়ে অনেকেই হয়তো দেখেছেন চীনও যেখানে এই ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের ৩ শতাংশ খরচ করছে যেখানে ভারতে তা ৩.৭ শতাংশ। ভারত চিনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ অর্থব্যবস্থা। তাই এই ক্ষেত্রে চিনের খরচ ভারতের প্রায় ২০/২২ গুণ বেশি।

এই বিষয়ে হিন্দু স্ত্র্হান ইউনিলিভারের সিইও, প্রিয়া নাথার বলেন, ভারতের গ্রামের চাহিদা বেশ বাড়ছে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের। প্রিয়ার মতে, মহিলাদের কাজের বাজারে বেশি করে যোগদান এক উন্নয়নের বড় পরিবর্তন। তিনি দেখাচ্ছেন এখন ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ মহিলা কাজের বাজারে যোগ দিচ্ছে। তবে এই তথ্যের বেশ ফাঁক আছে যা প্রিয়া লক্ষ্য করেননি। সরকারি হিসাবেও ভারতে ৪২ বা ৪৩ শতাংশ মহিলা কাজের বাজারে যোগ দেওয়ার হিসাব অন্যরকম। অধিকাংশ মহিলাই অপারগ হয়ে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কাজ করছেন। পরিসরে কাজে অংশগ্রহণ করছে। এরা কোনও মজুরী বা অর্থ পাচ্ছেন না এই কাজের জন্য।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা উদয় কোটাক বলেন,

দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা স্থিতিশীল এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও এখানে আছে। অথচ বহির্বিশ্বে চলছে নানা অস্থিরতার খবর। উদয়ের মতে এখন দেশের যুব সমাজে এই দেশে থেকেই অনেক কিছু পাওয়ার আশা করে। এটা একটা বড় পরিবর্তন। তাঁরা যখন ছাত্র ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবরা বিদেশের কথা ভাবতো।

এবার আরেকজন শিল্পপতির কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন, সজ্জন জিন্দল, জে এস ডবলিউ গ্রুপের কর্ণধার। সবচেয়ে বড় ইস্পাত উৎপাদক এই সংস্থা। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন, প্রথমত, তিনি মনে করেন গত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ভারতের আয় বৃদ্ধির এত বেশি হয়নি যতটা দেখানো হচ্ছে। এছাড়া তিনি ভারত কেন বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা এঁটে উঠতে পারছেন না সেই বিষয়ে মন্তব্য করেছে। ভারতের উৎপাদন বেশি করে আমদানি নির্ভর। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তা লক্ষণীয়। এটা দেশের অর্থব্যবস্থার পক্ষে ভাল খবর নয়। এছাড়া বিদেশে প্রতিযোগিতা করতে না পারার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, লজিস্টিক খরচ ভারতে তুলনায় বেশি। অর্থ সংগ্রহ করতে ভারতের উদ্যোগপতিদের অনেক বেশি খরচ করতে হয়। এছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে বলেছেন, কিন্তু উল্লেখ করেননি। জিন্দল এই বিষয়ে দেশের আমলাতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। বেশি বিনিয়োগ হলেই সন্দেহের চোখে দেখা হয় বিনিয়োগকারীদের। দেশের সমগ্র ব্যবস্থাই উদ্যোগপতিদের বড়

মাপের আয় বাড়াকে ভাল চোখে দেখা হয় না। এটা অনেকেই বোঝে না যে উৎপাদন ক্ষেত্র বড় না হলে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। তবুও কোথায় বাধা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন জিন্দল।

ডলারের তুলনায় টাকার দাম এত পড়ছে কেন ?

এই বিষয়ে ঐ আলোচনাতে উদয় কোটাককে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তবে এখানে এই বিষয়টি একটু বিস্তারে আলোচনা করা হচ্ছে। গত ২০১০-১১ সালে ডলারের দাম ছিল ৪৫ টাকা। এই দাম গত ১৬ই ডিসেম্বরের ৯১ টাকাতে পৌঁছেছে। কোটাক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন এর দুটো কারণ। এক বেশি করে আমদানি করছে ভারত, তুলনায় তার রপ্তানি কম। তাই ডলার রোজগার অপেক্ষা ডলার দিয়ে দেওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি। এটাকে বলে বাণিজ্য ঘাটতি। ফলে ডলারের চাহিদা বাড়ছে ভারতে। আর একটা হল বিনিয়োগ। ভারতের চেয়ে বিদেশে যদি সম্ভায় কোন দ্রব্য পাওয়া যায় তবে অর্থ বিদেশে যাবে। সেরকম তাকে যদি কম অর্থে ভাল কোম্পানীর শেয়ার পাওয়া যায় যার থেকে বেশি মুনাফা আসবে তবে ফান্ড ম্যানেজাররা সেই দেশে বিনিয়োগ নিয়ে যেতে পরামর্শ দেবে।

এবারে এই বিষয়টি নিয়ে একটু বিশদে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতের মুদ্রা রুপির দাম পড়ে যাবার কারণগুলো হল পেট্রলজাত তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়তে থাকে। ভারতের তেলের প্রয়োজনের

৮০ শতাংশই আসে আমদানি থেকে তাই ডলারের দাম রুপির তুলনায় বাড়ছে। এছাড়া কোটাক যা বলছে, তা হল বিদেশি বিনিয়োগ ভারতের থেকে দেশে চলে যাচ্ছে। ফলে তারা ডলারের চাহিদা বাড়ছে। এছাড়া কোটাক যা বলেছেন, তা হল বিদেশি বিনিয়োগ ভারতের থেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। ফলে ডলারের চাহিদা বাড়ছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ বিক্রি করে ডলারে পরিবর্তন করে তা নিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র।

ভারতের আমদানীর মধ্যে পেট্রোলজাত তেল, ভোজ্য তেল, বিভিন্ন সার এবং মূল্যবান ধাতু বা পাথর বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এই সব বিষয়ে বিদেশের ওপর খুব নির্ভরশীল। এছাড়া যে সমস্ত উৎপাদক সংস্থা আমাদানীকৃত কাঁচামাল বা দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল তাদের উৎপাদন খরচ অনেক বাড়বে। এর মধ্যে ইলেকট্রনিক দ্রব্যও আছে যার ওপর ভারত বেশি নির্ভরশীল বিদেশিদের ওপর। যেমন চিনের ওপর ভারত বেশ নির্ভরশীল ওষুধ তৈরির দ্রব্য, ইলেকট্রনিক দ্রব্যও বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের ওপর। তাই এই সমস্ত ক্ষেত্র অসুবিধায় পড়বে।

তাই এটা মনে রাখা দরকার যদি ভারতের রুপীর বিনিয়ম হার পড়তে থাকে তবে তা মূল্যবৃদ্ধি বাড়বে। তাই এই পরিস্থিতিকে কিভাবে সামলানো যাবে দেশের প্রশাসন তা যদি ঠিক করতে পারে তবেই ভালই। এক্ষেত্রে বেশি কিছু করার আছে বলে মনে করেন না বহু বিশেষজ্ঞ।

বিলম্ব বাণিজ্যচুক্তি ও টাকার মহাপতন শেয়ার বাজারের পক্ষে ভালো নয়

জীবনচন্দ্র পাইন

রেপো রোট কমায় বাজারে নতুন করে অক্সিজেন এসেছে। যা চলতি মাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে কমেছিল 100 বেসিস পয়েন্ট। এই দফায় কমল আরও 25 বেসিস পয়েন্ট। ফলে সব মিলিয়ে 125 বেসিস পয়েন্ট কমে রেপো নামল 5.25 %। পাশাপাশি আয়কর ও জি এসটি (GST) ও কমেছে। ফলে শিল্প ও শেয়ারবাজার খুশি। সুদ কমলে চাহিদা বাড়বে ঋণের। খুচরো মূল্যবৃদ্ধি তলানিতে এসেছে (25%)। আমানতে সুদ কমতে থাকায় শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে আরও লগ্নি বাড়ার সম্ভাবনা। রেপো কমাতে ব্যাঙ্কগুলি ও ধীরে ধীরে আমানতে সুদ হ্রাস করেছে। আর্থিক বৃদ্ধি এবং মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তিত পূর্বাভাস ও বাজারের উত্থানের পক্ষে একটা আলোকবর্তিকা। শীর্ষ ব্যাঙ্ক (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস 6.8% থেকে বাড়িয়ে করেছে 7.3%। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাস 2.6% থেকে নামিয়ে করেছে 2% যা আগামী দিনে আরও একদফা রেপো রোট কমানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর্থিক বৃদ্ধির ইঙ্গিতে বিদেশি লগ্নিকারিরা আকৃষ্ট হলে বাজারের দৌড় আরও লম্বা হতে পারে। কিন্তু এই আর্থিক বৃদ্ধির মধ্যেও কিছু ঘটনা বাজারকে মাঝে মাঝেই হেলিয়ে দিচ্ছে।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যচুক্তিতে বিলম্ব টাকার উপর চাপ বাড়চ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ না করলে টাকার এই আগ্রাসী পতন রোখা মুশকিল। টাকা শক্তি হারানোয় আমদানি খরচ বাড়ছে। বিশেষত জ্বালানির। শিল্পের কাঁচামাল আমদানির খরচ বাড়লে উৎপাদিত পণ্যের দামও বাড়বে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি আবার মাথা চাড়া দেবে। এই আশঙ্কা বাজারকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। মাঝে মাঝেই বাজারে সংশোধন আসছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে বাজারে কাজ করতে হবে। মোটামুটি ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটা আর্থিক চিত্র তুলে ধরা গেল।

নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

ফেজ থ্রি (Faze three) : ১৯৮৫ সালের কোম্পানি। আমেরিকার শুল্ক চাপানোর প্রাক্কালে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তার ভাল প্রভাব এই কোম্পানির শেয়ারে হয়েছিল। টেক্সটাইল সেক্টরের কোম্পানি। মূলত এদের তৈরি পণ্য আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। শুল্ক যুদ্ধের ফলে শেয়ারের দামে ভালো রকম সংশোধন হয়েছে। বর্তমান দামে (৫২১ টাকা) বিনিয়োগের কথা ভাবতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন রেটিং সংস্থারও এর রেটিং উপরে রেখেছে। এছাড়াও বিদেশি বিনিয়োগকারী (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী (D11) দের হাতে ভালো পরিমাণ হোল্ডিং আছে। Human Decorative এবং Automatic Decorative-এ এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। (JARA) জারা এবং Marks and Spensus ইত্যাদির মত কোম্পানির সাথে এদের ব্যবসা চলে। বর্তমান দাম ৫২১ টাকার কাছে। স্বল্প মেয়াদে ৫৯০ টাকা থেকে ৬৩০ টাকার কাছে যেতে পারে।

সানফ্লাগ আয়রন এবং স্টীল কোম্পানি লিমিটেড (Sunflag Iron and Steel Company Ltd.) : বড় স্টীল এবং আয়রনের কোম্পানি। Loyal Steel -এ এদের স্টেক আছে। সেদিক থেকে এর Valuation অনেক বড়। 12% Loyal Metal এরা hold করে আছে। যার আনুমানিক Valuation 70000 কোটি টাকা। 4500 কোটি টাকা বাজার মূলধন (Market Capital) গত ৫-৬ বছরে কোম্পানির পরিকাঠামো গত growth (15%) খুব ভাল। বাজারে এদের ঋণ (Debt) ও খুব সামান্য। বিদেশী বিনিয়োগকারী (F11) এবং দেশীয় বিনিয়োগকারী (D11) এবং কিছু সুনাম ধন্য (Renown) কোম্পানি তে এদের বড় অঙ্কের শেয়ার হোল্ডিং আছে। Air Craft Parts, Submarin Parts, Large Vehical Parts, Rocket engine Parts ইত্যাদি এরা তৈরি করে। ধীরে ধীরে এদের কাজ আন্তর্জাতিক স্তরেও পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে জাপানের একটি বৃহৎ কোম্পানির সাথে এর collaboration হেতু আগামীদিনে এর valuation বাড়বে। বর্তমান শেয়ারের দাম ২৬০ টাকার কাছে। ২৬৩ টাকার ২০০ DMA (Daily Moving Average) তে আছে। ফলে এই দামে বিনিয়োগ ভাবনা রাখলে ভুল হবে না। স্বল্পমেয়াদে ৩১০-৩৩০ টাকা টাগেট দিচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ।

ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ডলারের উর্ধ্বগতি ও টাকার অবমূল্যায়নে বাজারে মাঝে মাঝেই সংশোধনে আসছে তাতে বড় মূলধনের শেয়ার যেমন— SBI, Infosy, wipro, HDFC Bank, ICICI Bank, HUL ইত্যাদিতে সাময়িকভাবে বিনিয়োগে অল্প মুনাফাতে কাজ করা যেতে পারে। Yes Bank 21.10 আর 22.35 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। 21এর কাছে আসলে নিয়ে কাজ করতে পারেন। আর যারা SIP তে Yes Bank এর শেয়ার দীর্ঘমেয়াদে কিনে রাখছেন তারা তা চালিয়ে যাবেন। বড় মুনাফা এতে আসবে।

কমোডিটি (Commodity)

ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, ডলারের উর্ধ্বগতি, টাকার দাম পরে যাওয়া ডলারে সাপেক্ষ সোনা রূপোর দামে গতি এসেছে। রূপো সর্বোচ্চ ২,১৪,৯৫০ টাকা দেখাল, আর সোনা ১,৩৫,০০০-এর উপর কাজ করল। এই দামে নিয়ে কাজ করলে সোনা রূপোয় একটু সাবধানে করতে হবে। যে কোনও সময় ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে যেমন শেয়ার বাজারে গতি আসবে তেমনি সোনা রূপোয় ভালো সংশোধন হতে পারে। সংশোধনে ক্রুড অয়েলে নিয়ে কাজ করলে লাভবান হবেন। ন্যাচারাল গ্যাস (NG) 460 টাকার উপরে কাজ করে এল। এখন 100 টাকার ওপরে সংশোধন করে 350 – 360 এর কাছে কাজ করছে। 350 টাকার নীচে নিয়ে কাজ করবেন আর 450 টাকার কাছে গেলে অবশ্যই বেচে রাখবেন। stop loss দিয়ে।

মোটামুটি একটা বিনিয়োগ ভাবনা তুলে ধরা গেল। বাজার পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন অবস্থার দিক নজর রেখে কাজ করতে হবে। আজ এই পর্যন্ত। আগামীতে আবার খবরের ডালি নিয়ে দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) যোগাযোগঃ 98755 30589/98301 36198

কেমন করে সব পাল্টে যায়

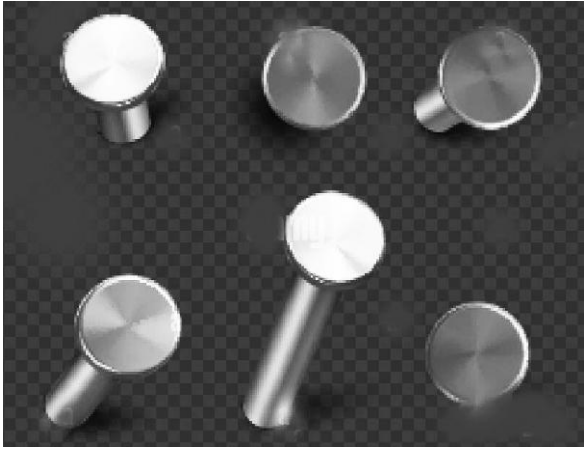
নিজস্ব প্রতিনিধি- বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধান চালিয়ে কি একজন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একনায়ককে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়তে দেখেছেন কেউ? এর উত্তরটা আমাদের সকলেরই জানা। একজনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়ার কথা ভাবেন না বা ছাড়েন না। ভ্লাদিমির পুতিন ও বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মত অতি পরিচিতরা যেমন যতদিন পারবেন, ততদিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করবেন।

এরকমই সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ছোট মাঝারি বড় মাঝের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন শাসককুল।

এই বিষয়টা যথেষ্ট বাস্তব। একনায়কদের এই আচরণের ফলে দেখা যায় মাঝে মধ্যে বিক্ষোভের ঘনঘটা, শাসকের প্রাসাদ দখল নেয় আমজনতা। ভাঙচুর করে সরকারি সম্পত্তি। নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। এই ধারণার বিকল্প হিসেবে যদি ভাবা যায়, একটা সময়ের পরে কোনও একনায়ক অবসর নিতে চান, নিরন্তর পাশা খেলার মত চাল-পাল্টা চালের পরিবর্তে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবেন। ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করা কি অতই সোজা?

কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে

নেওয়া যায়, কোনও একনায়ক অতটা শয়তান নয়, তার মধ্যে কিছুটা মানবিকতা রয়েছে। গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখাবার পরও গোপনে তার কিছুটা অনুশোচনা হয়, তাঁরও পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করা কঠিন। কারণ ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি যত শত্রু তৈরি করেছেন, তিনি ক্ষমতা ছাড়লে তারা ছেড়ে কথা বলবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কমিশন বসবে, বিচার হবে।



হয়তো চরম শাস্তি পেতে হবে। এই অবস্থার মধ্যে একনায়করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দমন-পীড়নের মাত্রাটি আরও বাড়িয়ে দেন।

পাশাপাশি, আরও একটা প্রবণতা দেখা যায়, প্রথম থেকেই দুর্বুদ্ধির মানুষ নয়, সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের শেষে ক্ষমতায় আসীন

হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে তিনিও স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছেন। অথবা পূর্বের শাসকের চেয়েও ভয়ংকর। অর্থাৎ মানুষের ভালো করতে চেয়ে শাসক যদি একবার স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন বা গণতন্ত্রের পথে না গিয়ে উল্টোকাঁজ চালাতে থাকেন, তাঁর সঠিক পথে ফিরে আসাটা খুবই কঠিন। এভাবেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে একটা সময় একটা ব্যাপক লড়াই সামনে এসে হাজির হয় এবং সেই একনায়কের অবস্থা হয় ভয়ঙ্কর। এভাবেই একজন ‘ভালো একনায়ক’ পরিণত হল ‘অত্যাচারী শাসক’।

এই ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হতে পারে না। হ্যাঁ অবশ্যই পারে। সর্বোচ্চ মেয়াদের সময়কাল বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। ক্ষমতা পেলেই যে তার অপব্যবহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু এই পথে হাঁটার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ‘ভালো একনায়ক’ বলে আসলে কিছুই নেই। ফলে কোনও নেতার ছেলে ভোলানো কথা, ছাতির মাপ, চোখের জল এবং তার শাসনের প্রবণতাকে আমরা যেন অন্ধভাবে সমর্থন না করি।

প্রিয় সম্পাদক



বিবাহবাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি- পুরোহিতের মন্তোচ্ছারণের মধ্যে দিয়ে এবং অগ্নিসাক্ষী করে নিয়ম মেনে একের পর এক বিয়ে হচ্ছে। সব বিয়েতেই এটা দেখা যায়। কিন্তু সামান্য হলেও অন্যপথে হাঁটলেন ওড়িশার এক পাত্র



রিচার্জের মেয়াদ থাকুক ৭ দিন

মোবাইল ফোন ইদানিং সকলের কাছে অত্যাবশ্যিকীয় সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। গত মাস থেকে একটি মোবাইল সংস্থা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মাত্র একদিন কল চার্জ ছাড় দিচ্ছে। আগে যেটা ছিল ৭ দিন। ঘরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একাকি থাকেন, কেউ অসুস্থ থাকেন এবং আরও কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত কারণে সময়মতো রিচার্জ করা সম্ভব হয় না। এই সমস্ত সমস্যা যথেষ্ট বাস্তব। সেকারণেই জনস্বার্থে মোবাইল কোম্পানিগুলোর উচিত আগের ব্যবস্থাকেই বলবৎ রাখা।

রিভা পাল, চাকদহ



প্রয়াত কেষ্ট মিত্র

সবসময়ই নিজেকে প্রচারের আড়ালে রাখতেন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার কেষ্ট মিত্র। তাঁর নাম কৃষ্ণ হলেও তাঁকে সবাই



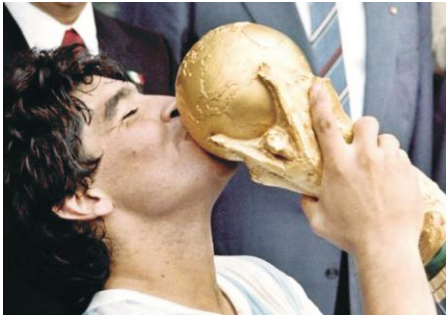
ডাকতেন কেষ্ট বলে। ৭৪ বছর বয়সে চলে গেলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন হাটের সমস্যা ও অ্যালঝাইমার্স রোগে। সাতের দশকে এরিয়ান, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দাপিয়ে খেলেছেন। তবে বাংলা দলে সুযোগ না পাওয়ার দুঃখ তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কষ্ট দিয়ে গেছে।

দেবল সাঁতরা, বারাসত

ছাপ অস্পষ্ট

পোস্ট অফিস মারফৎ চিঠি ও জিনিসপত্র পাঠালে প্রেরক এবং গ্রহীতাকে একটি বিল দেওয়া হয়। সেই বিলে সিলমোহরের ছাপ বেশ অস্পষ্ট। তারিখ এবং সময় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কা'ব'ণ সিলমোহরগুলো বেশ পুরানো। এর ফলে অনেককেই বিভিন্ন কারণে সমস্যায় পরতে হচ্ছে। সমস্যার সমাধানের জন্য ডাক ও তার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শম্ভু দে, হাতিবাগান



মুগ্ধ মেসি সর্বত্র, বাদ শুধু যুবভারতী



নিজস্ব প্রতিনিধি- ফুটবলের রাজপুত্র এলেন আমাদের দেশে। থাকলেন চারদিন। ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর। ফিরে গেছেন বার্সেলোনায়। এদেশে ফিরে বিদায়ী বার্তা দিয়েছেন তিনি। ভারতে এসে প্রথম পা রেখেছেন কলকাতায়। একে একে হায়দ্রাবাদ, মুম্বই, দিল্লি পরে জামনগরের ‘বনতারা’ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভিডিও বার্তায় কলকাতার লেকটাউনে মূর্তি উন্মোচনের বিষয়টির উল্লেখ

থাকলেও যুবভারতীর কোনও প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। ফুটবলের কিংবদন্তি আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসিও বুঝেছেন, ‘যুবভারতী’ গ্রীডাঙ্গনে তাঁকে সামনে রেখে কি ঘটেছে?’



যুবভারতীর বিশৃঙ্খলাকে বাদ দিলে মেসির বাকি সফর সঠিকভাবেই হয়েছে। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন, সংবর্ধিত হয়েছেন, আইকনদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ভিডিয়োতে সব ছবি রয়েছে কিন্তু যুবভারতীর কোন ক্লিপ নেই। এটাই স্বাভাবিক। সমাজমাধ্যমে দেওয়া ভিডিওর ক্যাপশনে মেসি লিখেছেন, “নমস্কার ভারত, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি ও মুম্বইয়ে আমার সফর ছিল অবিশ্বাস্য। এই ধরনের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ। এই সফরে যে আখিত্যেতা ও ভালোবাসা পেয়েছি তার জন্যও সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ভারতে ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি

যথেষ্ট আশাবাদী।” শচীন তেডুলকর করিনা কাপুর, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে মেসির সাক্ষাতের দৃশ্য, ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, খুদেদের সঙ্গে পাসিং ফুটবল, বল মেরে গ্যালারিতে পাঠানো,



পেনাল্টি শট আউট সব রয়েছে সেই ভিডিয়োতে। মেসির এই সফর আগামীদিনে ভারতীয় ফুটবলের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে রইল। তিনি বলেছেন, ‘আশা করছি পরেরবার ভারতে আমরা ম্যাচ খেলতে পারব।’ সুনীল ছেত্রী, শাহরুখ খানের সাক্ষাতের দৃশ্য সেই ভিডিয়োতে দেখা যায় নি। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীকে জার্সি উপহার দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সুনীল ছেত্রীও এই ঘটনায় যথেষ্ট অভিভূত।



বাড়ল পারিশ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ হল। বোর্ডের অ্যাপেল্স কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে ম্যাচ আধিকারিকদের বেতনও। বর্তমানে ঘরোয়া ক্রিকেটে সিনিয়রদের পারিশ্রমিক কুড়ি হাজার টাকা। প্রথম একাদশের বাইরে যারা থাকেন তাঁদের দশ হাজার টাকা। রিজার্ভে থাকলে পাঁচ হাজার টাকা। এখন বেড়ে হচ্ছে ৫০ হাজার, ২৫ হাজার এবং সাড়ে বারো হাজার।

প্রয়াত সুখেন

নিজস্ব প্রতিনিধি- মাত্র ৩৫ বছর বয়সে চলে গেলেন মোহনবাগানের হয়ে ২০১৪-২০১৫ মরসুমে আই লিগ জেতা সুখেন দে। তিনি ২৬ ডিসেম্বর সকালে নিজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

ট্রেনে টয়লেটের পাশে বসে যাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ওড়িশার ১৮ জন কুস্তিগিরের ট্রেনের টয়লেটের পাশে বসে যাওয়া নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। ওড়িশার ১৮ জন কুস্তিগির গোরক্ষপুর যাচ্ছিলেন জাতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে। এদের মধ্যে ১০ জন ছেলে এবং ৮ জন মেয়ে ছিল। মাত্র চার জনের কনফার্মড টিকিট ছিল। ১৪ জন কুস্তিগির ট্রেনের টয়লেটের পাশে বসে অনেক সমস্যা পোহাতে হয় তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন অলিম্পিয়ানরা ক্ষোভ জানিয়েছেন।

বিশ্বরেকর্ড

বালি, ইন্দোনেশিয়া- আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে ইন্দোনেশিয়ার ২৮ বছর বয়সী পেসার গেদে প্রিয়ান্দানা এক ওভারে পাঁচ উইকেট নিলেন। খেলা ছিল কস্মোডিয়ার সঙ্গে। ওভারে মাত্র এক রান দিয়েছেন। ব্যাট হাতেও প্রিয়ান্দানা ইন্দোনেশিয়ার জয়ের পথকে সুগম করেন। আগামীদিনে প্রিয়ান্দানা সকলের নজর কাড়বে।

শীর্ষে স্পেন

নিজস্ব প্রতিনিধি- ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করল স্পেন। সম্প্রতি ফিফা এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। ব্রাজিল রয়েছে পাঁচ নম্বরে। ভারতের স্থান ১৪২ নম্বরে। দেশের ফুটবলের হাল খুবই খারাপ। এর মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে ভারতে ফুটবলের সামগ্রিক চেহারাটা। এই অবস্থার অবসান হবে?

নির্বাসিত মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি- মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে এ এফ সি তাদের সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকে দু’টি মরসুম (২০২৭-২৮) পর্যন্ত নির্বাসিত করল। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ১ লাখ ৭২৯ মার্কিন ডলার। (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯১ লাখ টাকা)। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইরানের সেপাহান এফ সি কে দিতে হবে ৫০ হাজার ৭১৯ মার্কিন ডলার এবং এ এফ সিকে জরিমানা দিতে হবে ৫০ লাখ মার্কিন ডলার। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই জরিমানা দিতে হবে। ইরানে দল না পাঠানোর জন্যই এই জরিমানা।

জয়ী বাংলার মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ ওয়ান ডে ট্রফি এলিটে পরপর তিনবার জয় পেল বাংলা। মুম্বাইয়ের থানেতে ১৭ ডিসেম্বর কেরলকে ২৩ রানে হারিয়েছে বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে বাংলার মেয়েরা ৫০ ওভারে করে ২৫৬-৬। অধিনায়ক ঈঙ্গিতা মণ্ডল ১১৬ বলে ৯৭ রানে আউট হয়ে যান। এই মরসুমে অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা প্রত্যেকটি খেলাতেই নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করেছে। ফাইনালের দিন জবাবে কেরলের সকলে ২৪২ রানেই সকলে আউট হয়ে যান।

হার্দিক-তিলকের তাণ্ডবে সিরিজ জয় ভারতের



সিরিজ জয়ের পর দু’দলের খেলোয়াড়রা

আমেন্দাবাদ- দূরন্ত জয় পেল ভারত। দেশের প্রথম ছ’জন ব্যাটারের মধ্যে চারজনই প্রথম বলে বাউন্ডারি মেরে নিজেদের ইনিংস শুরু করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টি ২০ সিরিজে শেষ খেলা ছিল ১৯ ডিসেম্বর। এই ম্যাচে তিলক, হার্দিক, বরুন ও বুমরা সকলের নজর কেড়েছে। তিলক-হার্দিক জুটি ৪৪ বলে ১০৫ রান করেন। এর ওপর ভর করেই ভারত মোট ২৩১ করে।

রান তাড়া করতে গিয়ে দুর্দান্ত মেজাজে খেলা শুরু করে প্রোটিয়া শিবির। তখন স্কোর ১১৯/১। বুমরা এবং বরুনের তাণ্ডবে সেটা এসে দাঁড়ায় ১৩৫/৫। এরপর ১৭৭/৮। শেষ হল ২০১/৮। পাঁচ ম্যাচের টি ২০ সিরিজে ৩-১ জিতল ভারত। শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে ওপেনিংয়ে ভালো খেললেন সঞ্জু।

সার্ব চ্যাম্পিয়ন হল মশালবাহিনী



ইস্টবেঙ্গলের মহিলা বিগ্রেড

নিজস্ব প্রতিনিধি- সার্ব গেমসে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন ফাজিলা ইকওয়াপুট। ২১ ডিসেম্বর সার্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবলাররা কাঠমান্ডু থেকে কলকাতায় ফেরেন। বিমানবন্দরে তখন অপেক্ষারত দর্শকরা চোঁচাতে থাকেন ‘জয় ইস্টবেঙ্গল’। কাপ হাতে বিমানবন্দরের বাইরে এসে ফাজিলা সেই দৃশ্য দেখে অবাক। নেপালের এ পি এফ-কে ৩-০ হারিয়ে মহিলাদের সার্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতল ইস্টবেঙ্গল। জোড়া গোল করেন ফাজিলা ইকওয়াপুট। প্রতিযোগিতার সেরাও তিনি। অন্য গোলাটি করেন শিলিকা দেবী। ইস্টবেঙ্গলের এই মহিলা ফুটবলের দলটি প্রথম থেকেই ভাল পারফরম্যান্স করছে। সার্ব গেমসের প্রতিটি খেলায় তাঁরা দর্শকদের নজর কেড়েছে। শেষ পর্যন্ত সার্ব গেমসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাঁরাই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিল। আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের নিরিখে ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে ইতিহাস গড়ল ইস্টবেঙ্গল। ১৯৮৫ সালে কলম্বোয় আয়োজিত কোকা কোলা ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয় পি কে -র প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গল। ১৯৯৩ তে শ্যামল ঘোষের প্রশিক্ষণে নেপালে অনুষ্ঠিত ওয়াই ওয়াই কাপ জেতে ইস্টবেঙ্গল। ২০০৩ এবং ২০০৪ সালে কোচ সুভাষ ভৌমিকের প্রশিক্ষণে আশিয়ান কাপও ওসান মিগেল কাপ জয়। ২০২৫ সালে অ্যান্থনি অ্যাড্ডুজের কোচিংয়ে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়ে সার্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল।



কলকাতায় টাটা ২৫কে ম্যারাথনে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছেন জোশুয়া চেপতেগেই

৭ ডিসেম্বরের র্যালি ও সংগঠনের কর্মসূচীর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত



শ্যামবাজারে র্যালির উদ্বোধন



দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে র্যালিতে



র্যালিতে সম্পাদকের সঙ্গে বিশিষ্টজনেরা



র্যালিতে আদিবাসীদের নৃত্য



র্যালিতে আমরা মহিলারা



চলমান ট্যাবলোতে বাউল সঙ্গীত



রঙিন আবার উড়িয়ে র্যালির যাত্রা শুরু



বিশেষভাবে সক্ষমদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা



ট্যাবলোতে ধর্মেন্দ্র স্মরণ



র্যালিতে মা দুর্গা চলেছেন



রক্তদান কর্মসূচী পালিত হচ্ছে



ময়নায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির



রক্তদান কর্মসূচীতে সম্পাদককে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন নলিন সরকার স্ট্রিট সার্বজনীন দুর্গোৎসব-এর কর্মকর্তা

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ?

থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।
থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে।
কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিবোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষ, আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাস্বানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য, ২৪) স্বপন কুমার ভূঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষা বসু, ২৭) বর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বেজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) বুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) সুরজিৎ দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬